OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 416 - 423
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তদন্তে তন্বী : বাংলা রহস্য সাহিত্যে নারী চরিত্র ও লেখিকাদের অবদান

অরিজিৎ ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: arijitghosh74@gmail.com
0009-0009-2849-099X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Bengali Literature, Female Detectives, Sarabala Dasi, Mitin Mashi, Crime Fiction, Women Writers, Literary Evolution.

Abstract
The quest for truth and the resolution of mystery are primal human instincts, rooted in the Indian subcontinent as far back as the Vedic era's "Charas" (spies). This essay traces the evolution of female detectives from historical reality to literary icons, highlighting the often-overlooked contributions of women writers in Bengali mystery literature.

The journey began globally with Kate Warne, the first female professional detective at the Pinkerton Agency in 1850, who paved the way for gender inclusivity. While Western fiction celebrated Miss Marple and Nancy Drew, Bengali literature underwent its own transformation. Despite a patriarchal start dominated by Feluda and Byomkesh, women's contributions emerged as early as 1887.

Sarabala Dasi is identified as the first Bengali woman detective writer; her story Ghari Churi (1310 BS) utilized sensory observation and a 'sixth sense'. The study further tracks the shift from male-authored female characters to authentic portrayals by women. Key figures include Prabhabati Devi Saraswati, Nalini Das, and Suchitra Bhattacharya. Bhattacharya's Mitin Mashi remains a definitive symbol of the modern professional woman balancing domesticity and justice.

Drawing parallels with real-life pioneers like Rajani Pandit, India's first female private investigator, the essay argues that the "female gaze" introduces unique psychological depth to the genre. Ultimately, it celebrates the transition of women from mere assistants to primary agents of justice.

Discussion

মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে গোয়েন্দা বৃত্তির ধারাটি সমান্তরালভাবে বহমান। অপরাধ বোধ যেমন মানুষের আদিম প্রবৃত্তির অংশ, সেই অপরাধের রহস্য উন্মোচন এবং সত্যের সন্ধানও মানুষের সহজাত কৌতূহলী চরিত্রের প্রতিফলন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী এবং সাহিত্যের আঙ্গিক যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, গোয়েন্দা গল্পের ধারা ও তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিও সেই ধারায় পাল্টেছে। রহস্যভেদের এই আকাঙ্ক্ষা কেবল আধুনিক যুগের সৃষ্টি নয়; বরং আমাদের দেশজ সাহিত্যের শিকড় অনুসন্ধান করলে এক বিস্ময়কর তথ্যের সম্মুখীন হতে হয়। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা কে তা নির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ হলেও, প্রাচীন বৈদিক যুগে এর বীজ লুক্কায়িত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ঋগবেদের দশম মণ্ডলের শুরুতেই প্রথম গোয়েন্দা বা চরের সন্ধান পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে আজ থেকে হাজার বছর আগেই গোয়েন্দাবৃত্তির একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে 'গোয়েন্দা' শব্দটির সাথে আমাদের মানসপটে সাধারণত ফেলুদা, ব্যোমকেশ কিংবা কাকাবাবুর মতো ধুতি বা সাহেবি পোশাকে সজ্জিত পুরুষ চরিত্ররাই ভেসে ওঠে। এই বিষয়ে আক্ষেপ করে আশাপূর্ণা দেবী লিখেছিলেন -

> "মেয়েরাও গোয়েন্দাগিরিতে কম তুখোড় হতে পারে না... এই তো ঘরে সংসারে, এদিকে-সেদিকে নিরীক্ষণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে মেয়েরা সহজেই সহজাত ক্ষমতায় 'অপরাধের' গন্ধটি পায়! আর পেয়ে তার মূল উৎসটি আবিষ্কার করে ফেলতে ছেলেদের থেকে চতুর্গুণ উৎসাহ বোধ করে। তবু গোয়েন্দা গল্প লিখিয়েরা যে-কেন সেদিকে নজর দেন না! ...কারণটা আর কিছুই নয়, অন্তত আমার তাই মনে হয়, মেয়েরা তো পুরুষের মতো কেবলমাত্র একটি 'সহকারিণী' বা একটি বিশেষ ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন কুকুরকে সম্বল করে রণে-বনে-অরণ্যে, পাহাড়চূড়োয়, এমনকী সমুদ্দুরের তলায় পর্যন্ত হানা দিয়ে উঠতে পারে না। তাদের অনেক অসুবিধে। ... আর আমাদের এই ঘরোয়া বাঙালি বাড়ির মেয়েদের তো কথাই নেই। পদে পদে বাধা!"[১]

কিন্তু এই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর সমান্তরালে শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ পরিহিত নারী গোয়েন্দাদের বুদ্ধিতে শাণ দেওয়ার বিষয়টিও কম চমকপ্রদ নয়। যদিও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারী গোয়েন্দার সংখ্যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য, তবে এই গোয়েন্দাবৃত্তির পেশাদারী সূত্রপাত এদেশীয় নয়। নারী গোয়েন্দার এই যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর থেকে।

১৮৫০ সালে অ্যালান পিংকারটন তাঁর বিখ্যাত 'পিংকারটন ন্যাশনাল এজেন্সি'র জন্য একটি বিজ্ঞাপন দিলে সেখানে ২২-২৩ বছরের এক তরুণী ইন্টারভিউ দিতে আসেন। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে গোয়েন্দা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ অকল্পনীয় ছিল। শুরুতে অ্যালান পিংকারটন মেয়েটিকে নিয়োগ দিতে অস্বীকৃতি জানালেও, সেই তরুণীর অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং যুক্তিনিষ্ঠ উপস্থাপনার কাছে তিনি হার মানতে বাধ্য হন। সেই অকুতোভয় তরুণীই ছিলেন বিশ্বের প্রথম মহিলা গোয়েন্দা কেট ওয়র্ন (Kate Warne)।

১৮৩৩ সালের ২৮ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করা কেট ওয়র্ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় অ্যালান পিংকারটনের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'The Spy of the Rebellion' (1883) থেকে। কেটের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে পিংকারটন সরাসরি উল্লেখ করেছেন—

> "Mrs. Warne was eminently fitted for this task. Of rather a commanding person, with clear-cut, expressive features, and with an ease of manner that was quite captivating at times, she was calculated to make a favorable impression at once. She was of Northern birth, but in order to vouch for her Southern opinions, she represented herself as from Montgomery, Alabama, a locality with which she was perfectly familiar, from her connection with the detection of the robbery of the Adams Express Company, at that place. Her experience in that case, which is fully detailed in 'The Expressman and the Detective', fully qualified her for the task of representing herself as a resident of the South."[২]

পিংকারটন আরও উল্লেখ করেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "...commanding person, with clear cut, expressive features ...a slender, brown-haired woman, graceful in her movements and self-possessed. Her features, although not what could be called handsome [beautiful], were decidedly of an intellectual cast ...her face was honest, which would cause one in distress instinctly [sic] to select her as a confidante."[৩]

কেট ওয়র্নের এই আত্মপ্রকাশ কেবল একজন নারীর কর্মসংস্থান ছিল না, বরং এটি ছিল বিশ্ব গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক মোড়। বৈদিক যুগের সেই প্রাচীন চর থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের কেট ওয়র্ন—এই দীর্ঘ পরিক্রমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গোয়েন্দাবৃত্তি কেবল লিঙ্গভিত্তিক কোনো পেশা নয়, বরং এটি মেধা, ছদ্মবেশ এবং অদম্য সাহসের এক অনন্য সমন্বয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বিবর্তনের ধারা এবং গোয়েন্দা সাহিত্যে নারীর অবদানের সেই আদি পর্বটিকেই বিশদভাবে পর্যালোচনা করব।

ইতিহাসের পাতায় কেট ওয়র্ন এক বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র হলেও, কল্পসাহিত্যের আঙিনায় প্রথম নারী গোয়েন্দাকে খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ এবং গবেষণাসাপেক্ষ বিষয়। তবে সাহিত্য সমালোচকদের মতে, ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত অ্যান র‍্যাডক্লিফের কালজয়ী উপন্যাস 'দ্য মিস্ট্রিজ অফ উডলফো' (The Mysteries of Udolpho)-এর নায়িকা এমিলি সেন্ট আবার্ট-কেই সম্ভবত সাহিত্যের জগতের প্রথম নারী গোয়েন্দা হিসেবে অভিহিত করা যায়। যদিও পরবর্তী সময়ে ১৮৪১ সালে ক্যাথরিন ক্রো-র 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ সুসান হপ্লি; অর সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স' প্রকাশিত হয়, তথাপি হপ্লিকে প্রথম নারী গোয়েন্দা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এমিলির চরিত্রটি অধিকতর প্রাচীন ও শক্তিশালী। ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের বিবর্তনে ক্যাথরিন গ্রিন, মেরি বেলক লন্ডেস কিংবা মেরি রবার্টস রাইনহাইটের মতো বলিষ্ঠ লেখিকাদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে ইংরেজি সাহিত্যে ক্রাইম ফিকশন বা অপরাধধর্মী কাহিনী রচনার প্রকৃত 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যবর্তী সময়কালকে। এই সময়েই আত্মপ্রকাশ করেন অগাথা ক্রিস্টি, নায়ো মার্স, ডরোথি সেয়ার্স এবং মার্জরি অ্যালিঙ্হ্যামের মতো কালজয়ী নারী লেখিকারা। বিশেষ করে অগাথা ক্রিস্টির 'মিস মার্পল' এবং এডওয়ার্ড স্ট্রাটমেয়ারের সৃষ্ট স্কুলছাত্রী গোয়েন্দা চরিত্র 'ন্যান্সি ড্রিউ' আজও বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়কর জনপ্রিয় নারী গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে অমর হয়ে আছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই জোয়ারের সমান্তরালে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ দেশে নারী গোয়েন্দা চরিত্র বা কাহিনীগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষ লেখকদের হাত ধরেই বিকশিত হয়েছিল। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে ১৮৮৭ সালে (বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ) নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'চুরি না বাহাদুরি' গল্পের মাধ্যমে। এই গল্পগুলি তৎকালীন প্রখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত, যার সুযোগ্য সম্পাদিকা ছিলেন খোদ স্বর্ণকুমারী দেবী। আধুনিক গবেষকদের অভিমত অনুযায়ী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তই হলেন বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রকৃত জনক।

'ঘড়ি চুরি' গল্পের কাহিনী বিন্যাসটি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে জনৈক রেলওয়ে কর্মচারীর কাছে একটি দামী ঘড়ির বদলে একটি সাধারণ সস্তা ঘড়ি পৌঁছায়। রেলওয়ে কর্মচারীর ভাই হরিভূষণ বাবু প্রতিকারের আশায় মহেন্দ্র বাবুর শরণাপন্ন হন। কিন্তু রহস্যের জটিল জট ছাড়াতে ব্যর্থ হয়ে মহেন্দ্র বাবু হরিভূষণকে নিয়ে সরাসরি উপস্থিত হন প্রখর ধীসম্পন্ন শেখর বাবুর কাছে। রহস্য উন্মোচনের প্রক্রিয়ায় লেখিকা সরলাবালা দাসী যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা সমকালীন বিচারে অনন্য। চিঠির লিখনশৈলী, কালির প্রকৃতি এবং সর্বোপরি চিঠির কাগজ থেকে নিঃসৃত ঘ্রাণ শুঁকে দুই গোয়েন্দা যখন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এই চুরির নেপথ্যে কোনো পুরুষ নয় বরং জনৈক নারী জড়িত— তখন সেই পদ্ধতির অভিনবত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। গোয়েন্দার এই 'সিক্সথ সেন্স' বা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সার্থক প্রয়োগ বাংলা রহস্য সাহিত্যে এক অভাবনীয় মাত্রা যোগ করেছিল। গল্পের অন্তিমে দেখা যায়, সন্দেহের তির বাড়ির বিশ্বস্ত পরিচারিকা বামার দিকে থাকলেও, শেখর বাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্যাঁচে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধী হিসেবে ধরা পড়েন পোস্ট মাস্টার রাজকৃষ্ণ বাবু।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলা ও ইংরেজি উভয় সাহিত্যেই নারী গোয়েন্দা ও লেখিকাদের এই অগ্রযাত্রা কেবল রোমাঞ্চকর কাহিনী নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকা অপরাধের মনস্তত্ত্বকে নারীসুলভ সংবেদনশীলতা ও মেধার আবরণে উন্মোচিত করেছে। সরলাবালা দাসীর মতো পথিকৃৎ লেখিকারা সেই যুগে যে বীজ বপন করেছিলেন, আজ তা বাংলা সাহিত্যে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেক্ষাপট ও স্বর্ণযুগ : ইতিহাসের পাতায় কেট ওয়র্ন এক বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র হলেও, কল্পসাহিত্যের আঙিনায় প্রথম নারী গোয়েন্দাকে খুঁজে বের করা বেশ গবেষণাসাপেক্ষ বিষয়। ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত অ্যান র‍্যাডক্লিফের ‘দ্য মিস্ট্রিজ অফ উডলফো’-এর নায়িকা এমিলি সেন্ট আবার্ট-কেই সম্ভবত সাহিত্যের জগতের প্রথম নারী গোয়েন্দা হিসেবে অভিহিত করা যায়। যদিও ১৮৪১ সালে ক্যাথরিন ক্রো-র ‘দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ সুসান হপ্লি’- তে হপ্লিকে গোয়েন্দা হিসেবে দেখা যায়, তথাপি এমিলির চরিত্রটি অধিকতর প্রাচীন। ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের বিবর্তনে ক্যাথরিন গ্রিন, মেরি বেলক লন্ডেস কিংবা মেরি রবার্টস রাইনহাইটের মতো বলিষ্ঠ লেখিকাদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে ইংরেজি সাহিত্যে ক্রাইম ফিকশনের প্রকৃত ‘স্বর্ণযুগ’ হল ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল। এই সময়েই আত্মপ্রকাশ করেন অগাথা ক্রিস্টি, নায়ো মার্স, ডরোথি সেয়ার্স এবং মার্জরি অ্যালিঙ্হ্যামের মতো কালজয়ী নারী লেখিকারা। বিশেষ করে অগাথা ক্রিস্টির ‘মিস মার্পল’ এবং এডওয়ার্ড স্ট্রাটমেয়ারের সৃষ্ট স্কুলছাত্রী গোয়েন্দা ‘ন্যান্সি ড্রিউ’ আজও বিশ্বসাহিত্যের জনপ্রিয়তম নারী গোয়েন্দা চরিত্র।

ভারতীয় প্রেক্ষাপট : বাস্তব জগতের ‘লেডি জেমস বন্ড’ : কল্পিত চরিত্রের ভিড়ে ভারতে বাস্তবিক নারী গোয়েন্দার খোঁজ করতে গেলে যার নাম সবার আগে উঠে আসে, তিনি হলেন দক্ষিণ ভারতের তথা সমগ্র ভারতের গর্ব রজনী পণ্ডিত। তাঁকে অনায়াসেই ‘দেশি শার্লক হোমস’ হিসেবে অভিহিত করা যায়। ১৯৬২ সালে মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করা রজনী পণ্ডিত ভারতের প্রথম পেশাদার মহিলা ডিটেকটিভ। মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্ক এলাকায় বসবাসকারী এই মহীয়সী নারী ‘লেডি জেমস বন্ড’ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।[৪] তাঁর এই গোয়েন্দাবৃত্তিতে আসার অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁর বাবা, যিনি নিজে একজন সিআইডি অফিসার ছিলেন। ১৯৯১ সালে রজনী পণ্ডিত তাঁর নিজস্ব প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শত শত জটিল রহস্যের সমাধান করেন। বাস্তব জীবনের এই অনুপ্রেরণাই পরবর্তীতে ভারতীয় সাহিত্যে নারী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। প্রসংগত উল্লেখ্য, দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যের কাল্পনিক গোয়েন্দাদের মধ্যে মীরা বালসুব্রহ্মণ্যমের সৃষ্ট ‘পুল্লা রেড্ডি’ চরিত্রটিও বেশ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব ও সরলাবালা দাসী : বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে ১৮৮৭ সালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ‘চুরি না বাহাদুরি’ গল্পের মাধ্যমে। গবেষকদের মতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তই হলেন বাংলা গোয়েন্দা গল্পের জনক। তবে প্রখ্যাত গবেষক সুকুমার সেনের ‘ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি’ গ্রন্থে সরলাবালা দাসীকে প্রথম বাঙালি মহিলা গোয়েন্দা লেখিকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৩১০ বঙ্গাব্দের কুন্তলীন পুরস্কার বিজয়ী তাঁর ‘ঘড়ি চুরি’ গল্পটি এই ধারায় এক অনবদ্য সংযোজন। যদিও তাঁর রচিত গোয়েন্দা চরিত্রটি পুরুষ (সুধাংশুশেখর বসু বা শেখর বাবু), তাঁর সাথে ছায়ার মতো রয়েছেন পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের ডিটেকটিভ মহেন্দ্র বাবু। কিন্তু লেখিকার লেখনীতে যে ‘সিক্সথ সেন্স’ এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ফুটে উঠেছে তা ছিল বিস্ময়কর। চিঠির কালি ও গন্ধ শুঁকে অপরাধীকে শনাক্ত করার পদ্ধতিটি তৎকালীন সাহিত্যে ছিল অত্যন্ত আধুনিক।

সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক বিস্মৃতপ্রায় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তিনি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে নারী চরিত্রের অন্তর্ভুক্তিতে একজন অগ্রগামী পথিকৃৎ। তাঁর সৃষ্ট জনপ্রিয় নারী গোয়েন্দা চরিত্রটি হল ‘মিস চপলা’। মিস চপলা কেবল বুদ্ধিতে নয়, সাহসের দিক থেকেও সমকালীন অনেক পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্রের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি জটিল রহস্যের জট খুলতে পারতেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। তদন্তের স্বার্থে তিনি বিভিন্ন ধরণের ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতেন, যা তাঁর রহস্যভেদের দক্ষতাকে বাড়িয়ে দিত। প্রখ্যাত ভাষাবিদ এবং সাহিত্যিক সুকুমার সেন বাংলা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গোয়েন্দা সাহিত্যে এক অনন্য নারী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, যার নাম 'কালী' বা 'কালীদি'। এছাড়াও কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য নারী গোয়েন্দা চরিত্রটি হল মৈত্রেয়ী।

প্রভাবতী দেবী, নলিনী দাস থেকে আশাপূর্ণা দেবী : নারী গোয়েন্দার সার্থক প্রকাশ : বিশ শতকে নারী লেখিকাদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা, কিন্তু গোয়েন্দা সাহিত্যে তাঁদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর হাত ধরেই বাংলা ক্রাইম কাহিনিতে নারীর সার্থক প্রকাশ ঘটে। তাঁর ১৯৫২ সালে প্রকাশিত 'গুপ্তঘাতক' এক সফল ফসল। প্রভাবতী দেবীর সৃষ্ট 'কৃষ্ণা' (প্রহেলিকা ও কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ) এবং 'কুমারিকা সিরিজ'-এর 'শিখা' (অগ্নিশিখা রায়) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কাল্পনিক নারী গোয়েন্দা চরিত্রের অন্যতম। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণা-সিরিজের বিজ্ঞাপনে (শুকতারা, বৈশাখ ১৩৫৯) সদ্য-স্বাধীন দেশের মেয়েদের আত্মরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়ে প্রভাবতী দেবী লেখেন –

> "...কৃষ্ণা-সিরিজের প্রত্যেক বইখানিই স্বৈরাচারীদের অত্যাচার থেকে আমাদের মা-বোনেদের আত্মরক্ষা করবার নূতন প্রেরণা এনে দেবে। আজ স্বাধীন দেশের মা-বোনেরা যদি নিজেদের রক্ষার ভার নিজেরা না নিয়ে সেই মান্ধাতার আমলের মত পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকেন, তবে সে লজ্জা নারীসুলভ লজ্জার চেয়েও বেশী লজ্জার হয়ে পড়বে।"[৫]

পরবর্তীতে নলিনী দাসের হাত ধরে আসে জনপ্রিয় 'গন্ডালু' সিরিজ। চার স্কুলবন্ধু— কালু, বুলু, মালু এবং টুলু মিলে রহস্য সমাধানের যে অনবদ্য স্বাদ পাঠকদের দিয়েছিল, তা ছিল এক কথায় অতুলনীয়। বিশেষ করে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই কাহিনিগুলির চিত্রাঙ্কন করতেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। নলিনী দাস আরও তিনটি কিশোরী চরিত্র— মিতালী, সুনন্দা এবং অরুন্ধতীকে গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যে মূলত নারীমনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক সম্পর্কের আখ্যানকার হিসেবে পরিচিত হলেও, তিনি অত্যন্ত সফলভাবে নারী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর গোয়েন্দা গল্পের সবচেয়ে বড় চমক হল তপতী এবং তাঁর শাশুড়ির গোয়েন্দাগিরি। অনেক গল্পে দেখা যায়, শাশুড়ি তাঁর প্রখর সাংসারিক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রহস্যের সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন, আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা পুত্রবধূ তপতী সেই রহস্য সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। তাঁদের এই রসায়ন বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে বিরল। যদিও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কৃষ্ণা' চরিত্রটি অত্যন্ত বিখ্যাত, তবে আশাপূর্ণা দেবীও তাঁর কিছু ছোটগল্পে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে অপরাধ ও রহস্য দমনে প্রখর বুদ্ধিমতী নারীদের তুলে ধরেছেন যারা অনেকটা অপেশাদার গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় শিবানি চৌধুরীর বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে এক অনন্য নারী গোয়েন্দা সৃষ্ট চরিত্র, যার নাম নন্দিনী গল্পগুলোতে অপরাধের রহস্য উন্মোচনে নন্দিনী মূলত তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণের (Deductive reasoning) ওপর নির্ভর করেন। সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার বা মনস্তাত্ত্বিক রহস্যভেদে নন্দিনীর বিশেষ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যাপিকা থেকে ছাত্রী : বিচিত্র সব গোয়েন্দা চরিত্র : পুরুষদের দ্বারা রচিত সাহিত্যক্ষেত্রে এরকম বহু নারী কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্র আছেন যারা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৪ সালে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় মনোজ সেন সৃষ্টি করেন 'দময়ন্তী' চরিত্রটি। অধ্যাপিকা দময়ন্তী দত্তগুপ্ত মূলত তাঁর পুলিশ অফিসার স্বামীকে সাহায্য করতে গিয়েই গোয়েন্দাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমানে দময়ন্তীকে নিয়ে নির্মিত ওয়েব সিরিজ তাঁর জনপ্রিয়তাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তার স্রষ্টা মনোজ সেনের কথায়—

> "একজন ঐতিহাসিক যেমন কোনো প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ, কিছু ধূসর পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া পাতা অথবা আপাত-কাল্পনিক লোকস্মৃতি আর উপকথা থেকে একটি ঐতিহাসিক সত্যকে খুঁজে বের করে আনেন, তেমনি কোনো অপরাধের উল্টোপাল্টা সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান প্রতিষ্ঠিত করে দময়ন্তী। সে গোলাগুলি চালায় না, চোর ধরে না, সে-কাজ যাদের করা উচিত তারাই করে। তাই, দময়ন্তী নিজেকে রহস্যসন্ধানী বলতে পছন্দ করে।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নব্বইয়ের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করেন 'গার্গী'। গণিত বিভাগের কলেজের ছাত্রী গার্গীর (মিতুন) জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে তাকে নিয়ে চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিক নির্মিত হয়েছে। ধারাবাহিকটি দূরদর্শন কলকাতা থেকে 'ঈর্ষা' নামে। অমিতাভ বচ্চন কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রথম বাংলা সিরিয়াল ছিল এটি। পরিবেশনার দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি চিত্রতারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য ঋতুপর্ণ ঘোষের নামও এই ধারাবাহিকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। আবার অদ্রীশ বর্ধনের 'নারায়ণী' চরিত্রের মধ্যে আমরা পাই ইউরোপীয় ঘরানার আভিজাত্য ও বুদ্ধিমত্তা। জাদুকর ও রসসাহিত্যিক অজিত কৃষ্ণ বসুর 'নন্দিনী সোম' (১৯৬৬) চরিত্রটিও এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

নারায়ণ সান্যালের 'কাঁটা সিরিজ'-এ সুকৌশলী কিংবা অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর 'অনিলিখা' আধুনিক বাংলা রহস্য সাহিত্যে বলিষ্ঠ উপস্থিতি জানান দেয়। কিশোর সাহিত্যের জাদুকর ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' সিরিজে দুই কিশোরী বাচ্চু ও বিচ্ছুকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। পবিত্র সরকারের 'উধাও অশ্বমুণ্ড রহস্য' গল্পে ঊর্মিমালা (রোমি) এবং তার ছোট ভাই গাপ্পুর যুগলবন্দী এক নতুন ঘরানা তৈরি করেছে। তারা এমনকি নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট থেকেও আমন্ত্রন পায়। হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তের 'ক্যাটরিনা' ওরফে কিটি এবং হিমাদ্রী শেখর দাশগুপ্তের 'সমুদ্র বসু' চরিত্রগুলিও এই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এই ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন তাঁর দুই অদম্য চরিত্র হৈমন্তী ঘোষাল এবং বৈশালী ব্যানার্জির মাধ্যমে। ষাট ও সত্তরের দশকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই দুই নারী চরিত্র বুদ্ধিবৃত্তি এবং সাহসিকতার এক অনন্য মিশেল উপস্থাপন করেন। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে হৈমন্তী ও বৈশালী কেবল সহকর্মী নন, বরং একে অপরের পরিপূরক।

হৈমন্তী ঘোষাল পেশাদার এবং অত্যন্ত ধীরস্থির স্বভাবের। তাঁর মধ্যে একধরণের আভিজাত্য এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, বৈশালী ব্যানার্জি চরিত্রে দেখা যায় আধুনিকতা ও চপলতার ছোঁয়া, যা অনেক সময় তদন্তের জট খুলতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই গোয়েন্দা জুটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তাঁরা কেবল বাহ্যিক প্রমাণের ওপর নির্ভর না করে মানুষের ব্যবহার এবং মানসিক অবস্থার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁদের অধিকাংশ রহস্য কাহিনী গড়ে উঠেছে পারিবারিক ষড়যন্ত্র, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ এবং সামাজিক অপরাধকে কেন্দ্র করে। তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে লেখক এই দুই নারী গোয়েন্দাকে স্বাবলম্বী এবং বুদ্ধিদীপ্ত হিসেবে দেখিয়েছেন। পেশার খাতিরে তাঁরা বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করতেন এবং প্রয়োজনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা প্রতিকূলতাকে বুদ্ধির জোরে জয় করতেন। তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিযানগুলোর মধ্যে 'হৈমন্তী ও বৈশালী', 'অশরীরী', এবং 'নীল রক্ত' উল্লেখযোগ্য।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এই দুই গোয়েন্দা চরিত্র বাংলা অপরাধ সাহিত্যে নারী গোয়েন্দাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। হৈমন্তীর গাম্ভীর্য এবং বৈশালীর চটপটে বুদ্ধির সমন্বয় তাঁদের গোয়েন্দা কাহিনীগুলোকে পাঠকদের কাছে আজও আকর্ষণীয় করে রেখেছে। লেখক দেখিয়েছেন যে, রহস্য সমাধানে পেশিশক্তির চেয়ে মগজাস্ত্র এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি কার্যকর, আর এই ক্ষেত্রেই হৈমন্তী ও বৈশালী সফল।

আবার ইন্দ্রনীল সান্যালের উপন্যাসে মোহর, দিঠি বা দীপশিখার মতো কেন্দ্রীয় চরিত্ররা পেশায় চিকিৎসক, গোয়েন্দা নন। 'স্নেহজাল' বা 'পণ্যভূমি'র মতো মেডিকেল থ্রিলারে ব্যক্তিগত সংকটের জালে জড়িয়ে মোহর ও দিঠি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রহস্যভেদে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, 'কর্কটক্রান্তি'র দীপশিখা 'ময়না তদন্ত' উপন্যাসে পুনরায় ফিরে আসে। তবে এখানে ব্যক্তিগত কারণে নয়, বরং পূর্বপরিচিত পুলিশ অফিসারের অনুরোধে সে পেশাদার দক্ষতায় গোয়েন্দাগিরি করে। মূলত পরিস্থিতির চাপেই এই চরিত্রগুলো শখের গোয়েন্দা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এছাড়াও আছে নন্দিনী নাগ এর সৃষ্ট চরিত্র তিস্তা দত্ত সিরিজের তিনটি উপন্যাস – 'হত্যার পরিমিতি', 'ভালোবাসার পাসওয়ার্ড', 'ডুয়ার্সে ডামাডোল'-এই উপন্যাসগুলোতে তিস্তা দত্ত একজন বুদ্ধিদীপ্ত এবং আধুনিক নারী গোয়েন্দা হিসেবে অপরাধের রহস্য উন্মোচন করেন। যদিও তিস্তা একজন পেশাদার সাংবাদিক হলেও তাঁর গোয়েন্দাগিরি আমাদের বেশ অবাক করে। এছাড়াও পারমিতা ঘোষের সৃষ্ট গোয়েন্দা রঞ্জাবতি চরিত্রটিও অনন্যতার দাবি রাখে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মাসি-পিসি ও পারিবারিক সম্পর্কের রসায়ন : ফেলুদা বা কাকাবাবুর মতোই বাংলা সাহিত্যে নারী গোয়েন্দাদের সাথে আমাদের এক মধুর পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিন্দি পিসি, সদু ঠাকুমা, রাঙা পিসি এবং মিতিন মাসি— এঁরা প্রত্যেকেই যেন আমাদের ঘরের মানুষ। ১৯৬০ সালে দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত 'অপরূপা' পত্রিকায় সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বিন্দি পিসি' আত্মপ্রকাশ করেন। আবার প্রতুল চন্দ্রের লেখনীতে 'সদু ঠাকুমা' নিজের বুদ্ধিতে স্বামীর খুনিকে খুঁজে বের করে প্রমাণ করেন যে নারীরা সব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। অগাথা ক্রিস্টির ছায়ায় ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় ২০০৩ সালে বড় পর্দায় আসা 'রাঙা পিসি' জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

এই ধারায় সর্বাধিক সফল ও জনপ্রিয় চরিত্র হল সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মিতিন মাসি' বা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'থার্ড আই' গোয়েন্দা সংস্থা এবং ফরেনসিক বিজ্ঞান ও অপরাধ মনস্তত্ত্বের ওপর তাঁর অগাধ জ্ঞান তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে। মিতিন মাসি কেবল মগজাস্ত্র নয়, প্রয়োজনে রিভলবার হাতেও অপরাধীর মোকাবিলা করতে জানেন। এছাড়া নবনীতা দেব সেনের 'সারা', স্বাতী ভট্টাচার্যের 'মেধাবিনী সেন' কিংবা পারমিতা ঘোষ মজুমদারের 'রঞ্জাবতী মজুমদার' ও 'লাজবন্তী গঙ্গোপাধ্যায়' আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক নারী গোয়েন্দার সার্থক উদাহরণ।

সহকারী গোয়েন্দা হিসেবে নারীর ভূমিকা : গোয়েন্দা সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রধান গোয়েন্দা পুরুষ হলেও রহস্যের চাবিকাঠিটি ধরিয়ে দিচ্ছেন কোনো নারী। রাজেশ বসুর 'হিতৈষী', গৌরী প্রসাদ বসুর 'এলা', কিংবা অদ্রীশ বর্ধনের সৃষ্ট চরিত্র 'কবিতা' — এঁরা সবাই সহকারীর ভূমিকা পালন করলেও তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপস্থিতি ছাড়া রহস্য সমাধান সম্ভব হত না। এই ছায়া গোয়েন্দারা প্রমাণ করেন যে, রহস্যের সমাধান কেবল তথ্য বিশ্লেষণে নয়, বরং সূক্ষ্ম মানবিক অন্তর্দৃষ্টির ওপরও নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সময় বদলাচ্ছে, আর সেই বদলের সাথে তাল মিলিয়ে নারীরাও ঘর ও বাইরের ভারসাম্য বজায় রেখে মেধার সাক্ষ্য রাখছেন। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই নারী গোয়েন্দা চরিত্রগুলির এই জয়যাত্রা আসলে সমাজেরই অগ্রগতি। বাংলা সাহিত্যের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা যেমন অকুতোভয় লেখিকাদের পেয়েছি, তেমনই পেয়েছি স্মরণীয় সব গোয়েন্দা চরিত্র। পুরুষ গোয়েন্দাদের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা যেভাবে রহস্যের জট খুলছেন, তা আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আগামীর দিনে নারী গোয়েন্দারা আরও শক্তিশালী রূপে আবির্ভূত হোক এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন করে নিক— এই প্রত্যাশা রেখেই বলা যায়, "সকল সাহসিনীদের সেলাম।"

Reference:

১. দেবী, আশাপূর্ণা, গল্পই কী অল্প?, মেয়েরা যখন গোয়েন্দা, সম্পা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নিউ স্ক্রিপ্ট, মার্চ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯

২. Pinkerton, Allan 'The Spy of the Rebellion', G.W. Carleton & Company. p. 75. ISBN 978-0-608-38401-6

৩. Pinkerton, Allan. 'The Spy of the Rebellion'. G.W. Carleton & Company. p. 75. ISBN 978-0-608-38401-6

৪. Rajani Pandit, Author : Wikipedia contributors, Publisher : *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, Date retrieved: 8 April 2026 03:45 UTC, Permanent link: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajani_Pandit&oldid=1335800544.

৫. ঘোষ, নির্মাল্যকুমার, গোয়েন্দানীর সাতকাহন, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, সম্পা, তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা, পৃ. ৭১

৬. সেন, মনোজ, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র বুক ফার্ম, নভেম্বর, ২০১৯; কলকাতা, (ভূমিকা)

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 416 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্রিস্টি, অগাথা, '*মিস মার্পল সিরিজ*', উইলিয়াম কলিন্স অ্যান্ড সন্স, ১৯৩০-১৯৭৬
চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ, '*পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র*', আনন্দ পাবলিশার্স।
দাস, নলিনী, '*গন্ডালু সমগ্র*', দেব সাহিত্য কুটির।
দাসী, সরলাবালা, 'ঘড়ি চুরি', *কুন্তলীন পুরস্কার বিজয়ী গল্প সংকলন*, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।
দেব সেন, নবনীতা, '*সারা সিরিজ*', আনন্দ পাবলিশার্স।
দেবী সরস্বতী, প্রভাবতী, '*কৃষ্ণা সিরিজ*', দেব সাহিত্য কুটির।
পিংকারটন, অ্যালান, '*দ্য স্পাই অফ দ্য রেবেলিয়ন*' ('The Spy of the Rebellion')। জি.ডব্লিউ. কার্লটন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৮৮৩
ব্যানার্জী, তপন, '*গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র*', দে'জ পাবলিশিং
ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, '*মিতিন মাসি সমগ্র*', আনন্দ পাবলিশার্স
র‍্যাডক্লিফ, অ্যান, '*দ্য মিস্ট্রিজ অফ উডলফো*' ('The Mysteries of Udolpho'), ১৭৯৪
সেন, সুকুমার, '*ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি*', আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮

সহায়ক পত্রিকা :

গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ, '*চুরি না বাহাদুরি*', 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ
সেন, মনোজ, '*দময়ন্তী সিরিজ*', রোমাঞ্চ পত্রিকা, ১৯৭৪